গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাষ্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১৮৫

তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৫খ্রিঃ।
সময়ঃ বিকাল ৪.০০ টা

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত ১৩.০৬.২০১৫ তারিখের প্রতিবেদন।

১। **সর্বশেষ আবহাওয়ার সতর্কতাঃ** দেশের সমুদ্র বন্দর সমূহের জন্য আজ কোন সতর্কতা সংকেত নেই।

পূর্বাভাস ঃ রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা ঃ রাজশাহী, রংপুর ও সিলেট বিভাগে দিন ও রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দেশের অন্যত্র দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় বিভাগওয়ারী দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বিভাগের নাম	ঢাকা	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.৭	৩৩.৬	২৯.৭	৩৫.৭	২৮.৩	৩৬.২	৩৩.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৩.০	২৫.৫	২৩.৬	২৪.৫	২৪.০	২৭.০	২৫.৫

** দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর ৩৬.২ ডিগ্রী এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ময়মনসিংহ ২৩.০ ডিগ্রী সে.।

নদীবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ আজ সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত খুলনা, বরিশাল. পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলের উপর দিয়ে অস্থায়ীভাবে প্রতি ঘন্টায় ৬০-৮০ কিঃমিঃ বেগে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। **এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে ০২ (দুই)নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।**

এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে প্রতি ঘন্টায় ৪৫-৬০ কিঃমিঃ বেগে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে ০১ (এক) নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

২। **নদ-নদীর অবস্থাঃ** (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র,বাপাউবো)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যাঃ	৮৪ টি	স্থিতিশীল রয়েছেঃ	০৪ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছেঃ	৪৯ টি	তথ্য পাওয়া যায়নিঃ	০৭ টি
পানি হ্রাস পেয়েছেঃ	২৪ টি	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ	০৪ টি

নিম্নবর্নিত ০৪ টি পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ

জেলার নাম	নদীর নাম	ষ্টেশনের নাম	পানি হ্রাস/বৃদ্ধি (↓↑)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
০১) গাইবান্ধা	ঘাঘট	গাইবান্ধা	↑ ৪৫ সে.মি. বেড়েছে	বিপদসীমার ০১ সেমি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
০২) বগুড়া	যমুনা	সারিয়াকান্দি	↑ ২০ সে.মি. বেড়েছে	বিপদসীমার ০৪ সেমি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
০৩) সুনামগঞ্জ	সুরমা	সুনামগঞ্জ	↓ ৫ সে.মি. কমেছে	বিপদসীমার ৩৫ সেমি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
০৪) সিলেট	সারিয়াগোয়াইন	সারিঘাট	↑ ১২১ সে.মি. বেড়েছে	বিপদসীমার ২৪ সেমি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
০৬। বগুড়া	করতোয়া	চকরহিমপুর	↑ ২২ সে.মি. বেড়েছে	বিপদসীমার ০৭ সেমি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি:

- সকল নদ-নদী সমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের উত্তর মধ্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাঝারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে যা আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাবহত থাকতে পারে।
- সুনামগঞ্জ, বগুড়া, সিলেট ও গাইবান্ধা জেলার কতিপয় অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে যা আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ

ষ্টেশনের নাম	বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)	ষ্টেশনের নাম	বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)
সুনামগঞ্জ	৫৯.০	দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর	৫০.০
কানাইঘাট, সিলেট	৪৯.০	শেওলা, সুনামগঞ্জ	৪৬.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৫.৭	লড়েরগড়, সুনামগঞ্জ	৪২.০
ভৈবরবাজার, কিশোরগঞ্জ	৪২.০	সিলেট	৩৭.০

৩। **বৃষ্টিপাতের কারণে সার্বিক পরিস্থিতিঃ**

বগুড়াঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, বগুড়া টেলিফোনে জানিয়েছেন যে, গত দুই দিনে অতিবৃষ্টির ফলে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি ২৪ সে.মি. বৃষ্টি পেয়ে বর্তমানে বিপদসীমার ৪ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির ফলে বগুড়া জেলার ধুনট ও সারিয়াকান্দি উপজেলার মাঝামাঝি দড়িপাড়া এলাকায় নির্মাণাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কিছু অংশ ভেংগে গিয়ে ধুনট উপজেলার শিকাকি ইউনিয়নের ৬টি গ্রামে এবং সারিয়াকান্দি উপজেলার কামালপুর ইউনিয়নের ১২টি গ্রামে পানি প্রবেশ করেছে। তবে এখনও বাড়ি ঘরে পানি উঠেনি। ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর পাওয়া যায়নি।

গাইবান্ধাঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা টেলিফোনে জানিয়েছেন যে, গত কয়েকদিনের বৃষ্টিপাতের ফলে জেলার ঘাঘট নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে বিপদসীমার ০১ সে.মি. উপর দিযে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার সুন্দরগঞ্জ, সদর, ফুলছড়ি ও সাঘাটা উপজেলার চরাঞ্চলের নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে এখনও কোন ক্ষয়ক্সতির খবর পাওয়া যায়নি। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ফুলছড়ি ও সাঘাট উপজেলার অনুকুলে ৮ মেঃটন করে মোট ১৬ মেঃটন জিআর চাল উপ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

ময়মনসিংহঃ গত দুই দিনের বৃষ্টিপাতের ফলে ময়মনসিংহ জেলার নিম্নাঞ্চলের কিছু এলাকায় পানি জমেছে। জেলা শহরের নিচু এলাকার কিছু রাস্তা পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় চলাচলের সামান্য বিঘ্ন ঘটে। কোন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি।

সুনামগঞ্জঃ জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ টেলিফোনে জানিয়েছেন যে, গত দুই দিনের বৃষ্টিপাতের ফলে সুরমা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে বিপদসীমার ৩৫ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে গত ২৪ ঘন্টায় সুরমা নদীর পানি ৫ সে.মি. কমেছে। বৃষ্টিপাতের ফলে জেলার নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করেছে। কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। উপজেলাসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

সিলেটঃ জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ টেলিফোনে জানিয়েছেন যে, গত দুই দিনের বৃষ্টিপাতের ফলে সারিগোয়াইন নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার সারিঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার ২৪ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের ফলে জেলার নিম্নাঞ্চলে পানি জমেছে। কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। উপজেলাসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

চট্টগ্রামঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা টেলিফোনে জানান যে, অতিবৃষ্টি ফলে জেলার কোন এলাকায় কোন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

এছাড়াও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, রাজশাহী, নীলফামারী এর সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন যে, জেলায় উল্লেখযোগ্য কোন বৃষ্টিপাত হয় নাই। নদ-নদীর পানি স্বাভাবিক রয়েছে।

৪। **ট্রলার ডুবিঃ** ভোলা জেলার জেলা ত্রান ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা জানান, গত ১১/০৬/২০১৫ বেলা ১১ .৩০ টায় মনপুরা উপজেলার কলাতলী থেকে রাম নেওয়াজ ঘাটে যাওয়ার সময় রামনেওয়াজ ঘাটের সন্নিকটে ৪০/৫০ জন যাত্রী নিয়ে ট্রলার ডুবে যায়। এ ঘটনায় মোট ৮ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও ১৮ জন নিখোঁজ রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যেক মৃতব্যক্তির সৎকারের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ২০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৫। **অগ্নিকান্ডঃ** ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার জানান, আজ ১২/০৬/২০১৫ইং তারিখ দেশের কোথাও থেকে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নি।

১৩/৬/২০১৫ইং

(সালমা জাহান)
উপ সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪০৪৫৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৫। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। অতিরিক্ত সচিব (দুঃব্যঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৯। অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ)/ (দুব্যক), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১০। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৪। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হল।
১৫। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। উপরি উক্ত তথ্য ইলেক্ট্রোনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য।